লোক কল্যাণ পরিষদ
২৮/৮, লাইব্রেরী রোড কলকাতা - ২৬
☎ ২৪৬৫-৭১০৭, ৬৫২৯-১৮৭৮
email - lkp@lkp.org.in / lokakalyanparishad@gmail.com
স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের একটি সহায়তা কেন্দ্র

আজকের পঞ্চায়েত বার্তা

পঞ্চায়েতি রাজ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা সংবাদ পাক্ষিক
দূরভাষ - (০৩৩)৬৫২৬৪৭৩৩ (O), ৯৪৩২৩৭১০২৩ (M), ই-মেলঃ arnab.apb@rediffmail.com

গ্রাহক হোন

পঞ্চায়েত বার্তাকে সুস্থায়ী করতে হলে তার পাঠক ও গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। পঞ্চায়েত বার্তার জন্য গ্রাহক সংগ্রহের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

২৪ টি ইস্যু ও ২টি বিশেষ সংখ্যা

এক বৎসর	৬০ টাকা
দুই বৎসর	১০০ টাকা

(M.O. করে টাকা পাঠান।)

বর্ষ - ২২ • সংখ্যা - ০৩ • **১লা মে ২০১৩** • মূল্য - ২.০০ টাকা • Reg No. PMG(SB)148-HWH RNI-53154/92

পঞ্চায়েতের ক্ষমতায়নে জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী

বার্তা প্রতিনিধি: গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির শক্তি বৃদ্ধির উপর বিশেষ জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ২৪ শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে 'পঞ্চায়েতী রাজ দিবস' উপলক্ষে ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল সায়েন্সের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রধানমন্ত্রী পঞ্চায়েতগুলিকে প্রকৃত ক্ষমতায়নের মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনাগুলি রূপায়িত করার আহ্বান জানান। তিনি পঞ্চায়েতগুলির প্রকৃত ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে আমলাতান্ত্রিক সদিচ্ছার অভাবকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, পঞ্চায়েতী রাজের মূল উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। কারণ এই বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ নিজেরাই প্রশাসনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে সফল করে তোলার জন্য গ্রামীণ মানুষ ও পঞ্চায়েতের মধ্যে সংযোগ থাকাটা ভীষণ জরুরী। তিনি বলেন, আমরা এমন অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করি যা কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থেকে যায়। কিন্তু মানুষের সাথে গ্রাম পঞ্চায়েতের এই বন্ধনকে কেবলমাত্র শ্লোগানে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, বাস্তবে পরিণত করে মানুষের কাছে পঞ্চায়েতের সুফলগুলি পৌঁছে দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ও দায়দায়িত্ব তুলে দেওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

পঞ্চায়েতের প্রকৃত ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তিনি আমলাতন্ত্রের সদিচ্ছার অভাবকে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আমলারা চাননা যে তাঁদের ক্ষমতা অন্য কারও হাতে চলে যাক, এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। কিন্তু তৃণমূলস্তরে উন্নয়নকে প্রসারিত করতে হলে এই মানসিকতার পরিবর্তন জরুরী। পঞ্চায়েতের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মত

এরপর দু'য়ের পাতায়

অল্প কথায়

পরিবার সহায়তা

অলোকা দাস: উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের সুরুন-১ গ্রাম পঞ্চায়েত গত তিন বছরে ১৫০টি জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের আবেদন মঞ্জুর করলেও ব্লক অফিস থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ৩৫ জন পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের টাকা পেয়েছেন। টাকা পেতে এক বছরেরও বেশি সময় লেগে যাওয়ায় গরীব পরিবারগুলির আর্থিক দুর্দশা বেড়েই চলেছে।

নিষিদ্ধ গুটখা

বার্তা প্রতিনিধি: নিষিদ্ধ হতে চলেছে গুটখা। ২২ এপ্রিল স্বাস্থ্য দপ্তরের এক বৈঠকে রাজ্যে গুটখা বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে মুখের ক্যানসার বাড়তে থাকায় বেশ কিছু দিন ধরে ক্যানসার চিকিৎসক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গুটখা বিক্রি নিষিদ্ধ করার দাবী জানিয়ে আসছিলেন। রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা জানান, মুখ্যমন্ত্রী যে কোন মূল্যে রাজ্যে গুটখা বিক্রি বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর।

সর্পবন্ধু শিবনাথ

বার্তা প্রতিনিধি: গোখরো, কেউটে বা যে কোন বিষধর সাপ দেখলে আপনি দৌড়ে পালাতে চাইবেন। সাপ মারার জন্য সবাইকে ডাকবেন। কিন্তু পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চার শিবনাথ মাহাতোর পছন্দই হল বিষধর সাপকে সাহায্য করা। তিনি সবার কাছে সর্পবন্ধু নামে পরিচিত। গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়ার মত যে কোন বিষধর সাপ ডাঙ্গায় দেখতে পেলেই তিনি গভীর জঙ্গলে ছেড়ে আসেন। আবার আহত সাপের শুশ্রূষাও করেন তিনি। এভাবেই কয়েকশ' বিষধর সাপকে তিনি বাঁচিয়েছেন। তিনি দিন মজুরির কাজ করে সংসার চালান। তার মতে সাপ হল নিরীহ প্রাণী। মানুষ সাপকে ভয়ে মেরে ফেলে। সাপ কিন্তু ভীতু স্বভাবের প্রাণী, ভয় পেয়েই কামড়ায়। সাপকে মারতে দেব না বলে আমি সাপকে রক্ষা করার কাজটুকু বিনা পারিশ্রমিকেই করে যাচ্ছি। এখন এলাকায় কেউ আর সাপ মারে না। সাপ দেখলে খবর দেন সর্পবন্ধু শিবনাথকে।

কাজের কথা

সুমনা মজুমদার: বীরভূম জেলার ইলামবাজার ব্লকের ঘুড়িষা গ্রাম পঞ্চায়েত ১০০ দিনের কাজে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। ২০১১-১২ সালে যেখানে পরিবার পিছু ২৮ দিন কাজ দেওয়া হয়েছিল সেখানে ২০১২-১৩ সালে পরিবার পিছু ৪৪ দিন কাজ দেওয়া হয়েছে। খরচ হয়েছে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা। রাস্তাঘাট, পুকুর সংস্কার ও সামাজিক বনসৃজনের কাজকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

ঘুড়িষা গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩৭০০ জবকার্ড থাকলেও সক্রিয় জবকার্ডের সংখ্যা ২৫২৬। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ২০১২-১৩ সালে বীরভূম জেলায় পরিবার পিছু গড়ে ৪১ দিন কাজ দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

দৌড়েই দারিদ্রকে হারাতে চায় রমেশ

বার্তা প্রতিনিধি: বর্ধমান জেলার মেমারি থানার এক অখ্যাত গ্রাম কলানব। এই গ্রামেই অন্যের জায়গায় ছিটে বেড়া দিয়ে তৈরি ছোট্ট একটি ঘরই শ্রীদাম মুন্ডার মাথা গোঁজার ঠাই। পেশায় তিনি দিনমজুর। এই ঘরটুকুতেই স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে তার সংসার চলে। আদি বাড়ী দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দেবীতলায়। কাজের খোঁজে কয়েক বছর আগে পরিবার নিয়ে কলানব গ্রামে চলে আসেন তিনি।

সংসারের অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাওয়ার মতই। দারিদ্রের রাহুগ্রাসের মধ্যেই আলোর দেখা পেতে চায় শ্রীদাম মুন্ডার ছেলে রমেশ মুন্ডা। দৌড়ের গতিতেই সে দারিদ্রকে পেছনে ফেলে এশিয়াডে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে পদক জেতার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তার এই ভাবনাকে ভরসা যোগাতে পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা পুলিশ। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। সম্প্রতি শিক্ষা সংসদের সভাপতি রমেশের হাতে তুলে দিয়েছেন

এরপর দু'য়ের পাতায়

ইঁদুর ও পোকার আক্রমণে বিপন্ন সুন্দরবন

নাসিরুদ্দীন গাজী: ২০০৯ সালে সুন্দরবনে বিধ্বংসী আইলার তান্ডবের পর থেকেই মেঠো ইঁদুর ও পোকার উৎপাত যথেষ্ট বেড়েছে। এর ফলে মাঠে শস্যের ব্যপক ক্ষতি হচ্ছে। কৃষকরা শুধু দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করতে পারছেন না। কুমীরমারী, সাতজেলিয়া, রাজপুর, রাঙাবেলিয়া গ্রামে ইঁদুরের উৎপাত সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে। একের পর এক শস্যখেত নষ্ট করে কৃষকদের পথে বসানোর চেষ্টা করেছে ইঁদুর বাহিনী। কৃষকরা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করছেন ইঁদুরের আক্রমণ থেকে ফসলের ক্ষেত বাঁচাতে। কৃষক ও ইঁদুরের এই অসম লড়াই জারি রয়েছে সুন্দরবন অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকার গ্রামগুলিতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার

এরপর দু'য়ের পাতায়

নিজের পায়ে দাঁড়াতে স্বনির্ভর ভাবনা

বার্তা প্রতিনিধি: পুরুলিয়া জেলার বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৮টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৯০ জন মহিলাকে দু'টি ভাগে ভাগ করে ধূপকাঠি তৈরি ও বিক্রির ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণে ধূপ তৈরির উপকরণ, পদ্ধতি, সেন্ট লাগানো, প্যাকেটে ভরা, বাজার ধরা প্রভৃতি শেখানো হয়। প্রথম ভাগের প্রশিক্ষণ পর্ব 'দিশা' প্রজেক্ট অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় ভাগের প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয় বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সভাগৃহে।

ধূপকাঠি তৈরি ও বিক্রি সংক্রান্ত প্রথম গ্রুপের দায়িত্বে ছিল লোক কল্যাণ পরিষদ। এক্ষেত্রে সহায়তা করে এ সি সি লিমিটেড। দ্বিতীয় গ্রুপের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিল বালিতোড়া জননী সংঘ। সাঁতুড়ি ব্লক অফিসের সহায়তায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। দু'টি গ্রুপকেই তিন দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ধূপকাঠির ব্যবসায় খুব একটা বেশি পুঁজির দরকার হয় না। ৫০০ টাকার উপকরণ কিনলে যা ধূপকাঠি তৈরি হবে তা বিক্রি করলে ৩০০ টাকা লাভ হয়। বাকুলিয়ার শুভা মুদি, কমলা মুদি, পুষ্প মন্ডল, বালিতোড়ার মধুমিতা মন্ডল, পদ্ম মন্ডল, ববিতা কর্মকার, পারুল মিত্র, সুনুড়ীর রুম্পা বাউরী, চৈতালী রায়, শুক্লা সিং, দুমদুমির দুলালি হেমব্রমরা ব্যবসা শুরু করেছেন। বালিতোড়া জননী সংঘের ১৫ জন সদস্যাও যৌথ উদ্যোগে ব্যবসা শুরু করেছেন। এলাকায় প্রচুর ধূপেকাঠির চাহিদা। আপাতত: প্রতিবেশীরাই খদ্দের। প্যাকেট করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবেশীরা কিনে নিচ্ছেন। চৈতালী রায় বলেন, বাজারে যে ধূপকাঠি পাওয়া যায় তাতে যত কাঠি থাকে তার থেকে বেশি কাঠি থাকে আমাদের প্যাকেটে। সেন্টও যথেষ্ট ভালো। তাই বেচতে অসুবিধা হচ্ছে না।

এই এলাকায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ধূপকাঠির ব্যবসা সাড়া ফেলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ সি সি লিমিটেড এর সৈকত রায় বলেন, ধূপকাঠির ব্যবসা করে গরীব মহিলারা দু'পয়সা রোজগার করে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথে হাঁটতে শিখুক, এটাই 'দিশা' প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

পঞ্চায়েত হেল্পলাইন - ফোনেই জানুন আপনার প্রশ্নের উত্তর

উত্তর দেবেন প্রাক্তন পঞ্চায়েত কমিশনার - শ্রী অমলেন্দু ঘোষ

সরাসরি - ৯৩৩৯৪৬৫০০০ (সকাল ৭.৩০টা থেকে ৯.৩০টা) অথবা অন্য সময়ে লোক কল্যাণ পরিষদকে (০৩৩) ২৪৬৫৭১০৭ / ৬৫২৯১৮৭৮

সম্পাদকীয়

সঠিক বি পি এল তালিকা জরুরী

রাজ্যের পঞ্চায়েত স্তরে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়ে নানা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। আবার কিছু কিছু পঞ্চায়েতের ভালো দৃষ্টান্তমূলক কাজও আমাদের নজরে আসে। ভালোমন্দ মিলিয়েই পঞ্চায়েত। কিন্তু যে অভিযোগটি আমরা ভালো এবং মন্দ দু'ধরনের পঞ্চায়েতেই একই সুরে সবার কাছ থেকেই শুনতে পাই সেটি হল ত্রুটিপূর্ণ বি পি এল তালিকার কথা। যখনই আমরা যে পঞ্চায়েতে গিয়েছি সেখানেই শুনেছি বি পি এল তালিকা নিয়ে নানা অভিযোগের ফিরিস্তি। তা সে ভালো পঞ্চায়েতই হোক, আর মন্দ পঞ্চায়েতই হোক। গ্রাম পঞ্চায়েতকে এধরনের অভিযোগ থেকে নিস্কৃতি দিতে পারে একমাত্র প্রকৃতই বি পি এল তালিকায় নাম ওঠার মত যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে বি পি এল তালিকা তৈরি হলে।

রাজ্য সরকার বি পি এল তালিকায় ৪৮ শতাংশের নাম রাখার পক্ষপাতী এমন কথা শোনা যাচ্ছে। পঞ্চায়েত নিয়ে যারা কাজকর্ম করেন এবং গ্রামের গরীব মানুষের উন্নয়ন নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করেন তারা কিন্তু শতাংশের বিচারে বি পি এল তালিকার পক্ষপাতী নন। কয়েকটি নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতেই বি পি এল তালিকা তৈরি হওয়া উচিত। গরীব মানুষের উন্নয়ন যদি সত্যিকারের লক্ষ্য হয় তাহলে বি পি এল তালিকা তৈরি হওয়া উচিত সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে। বি পি এল তালিকায় কত শতাংশের অন্তর্ভুক্তি ঘটল সেটা কখনও বড় বিষয় হিসেবে গণ্য হওয়া উচিত নয়। প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তিদের নাম বি পি এল তালিকাভুক্ত হল কিনা সেটা সুনিশ্চিত করাটাই আসল কথা।

বি পি এল তালিকা আদৌ কম শতাংশ বা বেশি শতাংশের ব্যাপার নয়। এটা প্রকৃতই গরীব মানুষের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন। তা ২০ শতাংশ, ৪০ শতাংশ, ৫০ শতাংশ যাই হোক না কেন। দলমত নির্বিশেষে বি পি এল তালিকা তৈরি হওয়া উচিত গরীব মানুষের স্বার্থ, অধিকার সুরক্ষা উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ের কথা মাথায় রেখে।

দলগত ভাবনা, পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি, আমার-তোমার ব্যাপার প্রভৃতি বিষয়গুলিকে বর্জন করে একটি শুদ্ধ, সঠিক বি পি এল তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছাটুকু থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাধীনতার পঁয়ষট্টি বছর পরেও এই রাজনৈতিক সদিচ্ছাটুকু কেন তৈরি হল না সেটা সত্যিই সমাজবিজ্ঞানী তথা সাধারণ মানুষের ভাববার বিষয়।

পরিকাঠামোহীন আই সি ডি এস

মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে

বার্তা প্রতিনিধি: পরিকাঠামোর অভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে না পারায় মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে রাজ্যের উদ্বেগ বাড়ছে। রাজ্যে ১লক্ষ ১৬ হাজার ৩৯০ টি আই সি ডি এস কেন্দ্র থাকলেও কার্যকরী রয়েছে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৬০ টি আই সি ডি এস কেন্দ্র। এর মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার ৮২ টি কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ী রয়েছে। ১৬ হাজার ৬৩০ টি কেন্দ্র ভাড়া বাড়ীতে চলে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চলে ১৯ হাজার ১৮১ টি কেন্দ্র। অন্যান্য সরকারী কেন্দ্রে চলে ১ হাজার ৮৭৪ টি। কোন বেসরকারী বাড়ীতে ভাড়া না দিয়ে চলে ২৮ হাজার ৭৩৮ টি কেন্দ্র। আর খোলা আকাশের নীচে চলে ১৫ হাজার ২৪৫ টি কেন্দ্র। এইভাবে তালগোল পাকানো আই সি ডি এস পরিকাঠামোয় অঙ্গনওয়াড়ীর বহু প্রকল্পই বাস্তবায়িত না হওয়ায় তৃণমূল স্তরে মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্য নিয়ে রাজ্যের উদ্বেগ বাড়ছে।

কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা অনুযায়ী আগামী তিন বছরের মধ্যে প্রতিটি আই সি ডি এস কেন্দ্রের জন্য নিজস্ব পাকা বাড়ী তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বাড়ীতে থাকবে একটি রান্নাঘর, একটি শৌচালয় এবং একটি সাধারণ বসার ঘর। এ ধরনের বাড়ী তৈরিতে এক কাঠা জমি লাগবে। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য আনুমানিক খরচ হবে ২ লক্ষ টাকা। খরচের ৭৫ শতাংশ বহন করবে কেন্দ্র। বাকি ২৫ শতাংশ রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। নিজস্ব বাড়ীর জন্য ১ হাজার ৪০০ একর জমির প্রয়োজন। আর তিন বছরের মধ্যে সব আই সি ডি এস কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ী তৈরির জন্য জমি ও বিল্ডিং খরচ বাবদ প্রয়োজন আনুমানিক ৪১২ কোটি টাকা অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে ব্যয় হবে ১৩৭ কোটি টাকা।

আই সি ডি এস পরিকাঠামোর উন্নতিতে জমি ও টাকার যোগাড় কার্যত কতখানি সম্ভব হবে এবং তিন বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা যাবে কিনা সেটা যথেষ্ট ভাবনার বিষয়। নির্মল ভারত অভিযান প্রকল্পে গত আর্থিক বছরে ৮৪ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শৌচাগার গড়ার কথা থাকলেও ৩৮ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তা করা সম্ভব হয়নি। যেখানে সামান্য শৌচাগার তৈরির কাজ শেষ করাই সম্ভব হয়নি সেখানে পাকাপাকিভাবে বাড়ী তৈরি করে এই প্রকল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় করার কাজ কতটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে সেটাই বড় প্রশ্ন।

আই সি ডি এস কেন্দ্রের পরিমাঠামোর সার্বিক উন্নতি না ঘটলে গ্রামের মহিলা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের কাজটি যথাযথভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হবে না। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য বর্তমানে রাজ্যে আই সি ডি এর আওতায় থাকা শিশুর সংখ্যা (৩ বছরের নীচে) ৩৪ লক্ষ ৬৪ হাজার। ৩-৬ বছরের মধ্যবর্তী বয়সের শিশু রয়েছে ৩৪ লক্ষ ৬১ হাজার। সদ্য প্রসূতির সংখ্যা হল ১২ লক্ষ ৯৮ হাজার।

প্রথম পাতার পর...

পঞ্চায়েতের ক্ষমতায়ন

গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে সরকারেরও অনেক কিছু করা বাকী আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পঞ্চায়েতগুলির হাতে আরও ক্ষমতা দিতে কেন্দ্র 'রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েত ক্ষমতায়ন' পরিকল্পনাটি কার্যকরী করবে বলে তিনি জানান। স্থানীয় স্তরে স্বায়ত্তশাসন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একাদশ পরিকল্পনায় রাজ্যগুলির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৬৬০ কোটি টাকা থেকে প্রায় দশগুণ বাড়িয়ে দ্বাদশ পরিকল্পনায় ৬৪৩৭ কোটি টাকা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলি এই টাকার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় স্বশাসিত ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগী হবেন বলে আশা করা যায়। বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চায়েতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী ও মহিলাদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টিকে ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী।

কেন্দ্রীয় উপজাতি উন্নয়নমন্ত্রী কিশোর চন্দ্র দেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ কেন্দ্রের অন্যান্য পরিকল্পনাগুলি তৃণমূল স্তরে কার্যকরী করে তুলতে 'গ্রাম সংসদ' ও 'গ্রাম সভা'র উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ভাল কাজের জন্য তিনি পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের পুরস্কৃত করেন। প্রাক্তন পঞ্চায়েত মন্ত্রী মনিশংকর আয়ার বলেন, পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের নানাবিধ কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও আমলাতান্ত্রিক খবরদারির জন্য সুফল পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রথম পাতার পর...

বিপন্ন সুন্দরবন

এক কৃষি আধিকারিক সম্প্রতি প্রতিবেদককে জানান, ২০০৯ সালে বিধ্বংসী আইলার তান্ডবে সুন্দরবন অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। জমিতে জল ঢুকে আসায় প্রচুর সাপ মারা যায়। এর ফলে ইঁদুরের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ইঁদুর খুব দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। বছরে ৬ বার প্রসব করে। তাই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।

অপরদিকে সুন্দরবনের কাছে এখন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে দু'ধরনের পোকা। এই পোকা সুন্দরবনের বহুল পরিচিত কালো বাইন গাছের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। গাছগুলিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই কালো বাইন গাছ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এই বিশেষ ধরনের গাছটি লবণাক্ত জমিতে জলের মধ্যে বেঁচে থাকে।

নেচার এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড সোসাইটি নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রথম এই পোকাগুলি চিহ্নিত করে। পোকা দু'টির বৈজ্ঞানিক নাম পিডুরাম ফুক্সিপিস কার্ট এবং ফিলোনথাস এস পি। বিশিষ্ট ম্যানগ্রোভ বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, এখনই যদি এই ধ্বংস রোধ করা না যায় তাহলে ভবিষ্যতে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হবে। সুন্দরবনের বহু উদ্ভিদ প্রজাতি বেঁচে থাকার জন্য একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কালো বাইনের ওপর নির্ভরশীল উদ্ভিদগুলি এই প্রজাতিটি বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবন থেকে মুছে যাওয়ার আশংকা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই ওই পোকা দু'টির আক্রমণে এখন বিপন্ন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট-এর তকমা প্রাপ্ত সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বা লবণাক্ত উদ্ভিদ অরণ্য এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য।

প্রথম পাতার পর...

দৌড়েই দারিদ্রকে হারাতে চায়

একটি সাইকেল। আর জেলা পলিশ সুপার তাকে দিয়েছেন এক হাজার টাকা। পাশাপাশি তাকে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ড দেবার ব্যাপারেও পুলিশের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

রমেশ মুন্ডা কলানব গ্রামে নিম্ন বুনিয়াদি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। সেখান থেকে গত বছর রাজ্য প্রাথমিক স্কুল ক্রীড়ায় জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে সে। নিজের বিভাগে সব মিটারেই প্রথম হয়। ২০০ মিটারে দ্বিতীয় এবং ৪০০ মিটার রিলে রেসে দলের দ্বিতীয় হওয়ার পিছনে তার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত ফল মেলে ধরার পর সে সাইয়ের প্রশিক্ষকদের নজরে পড়ে যায়।

পুলিশ সুপার সৈয়দ মহম্মদ হোসেন মির্জা বলেন, তারকা অ্যাথলিট হওয়ার যাবতীয় মাল-মশলা রমেশের মধ্যে মজুত আছে। কিন্তু ওর প্রতিভার বিকাশে দারিদ্র একটা বড় বাধা। কলানব গ্রামের স্কুল শিক্ষিকা সায়ন্তনী রায় বলেন, রমেশ দারুন প্রতিভাবান। সুযোগ পেলে সে একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাগ বলেন, রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছে রমেশ। ও যাতে উন্নত প্রশিক্ষণ পায় সে ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

লোক কল্যাণ পরিষদ : সরকারি আধিকারিকদের দৃষ্টিতে

বীরভূম জেলার রাজনগর ব্লকে আয়োজিত কৃষি মেলায় লোক কল্যাণ পরিষদের স্টলে স্বল্প পরিসরে যেন ভারতবর্ষের কৃষিচিত্রকে দেখতে পেলাম। মডেল, বিভিন্ন শস্য ও কৃষির ফসল হিসাবে ব্রকোলি, লেটুস, পাকচই শাক, মাশরুম, স্ট্রবেরি এবং বিভিন্ন বীজ নমুনা হিসাবে স্টলে সজ্জিত আছে যা কৌতুহল জাগায়।

পাশাপাশি রয়েছে প্রচুর প্রচার পুস্তিকা আর সর্বোপরি রয়েছে প্রতিনিধিদের সহাস্য, উজ্জ্বল আন্তরিকতা। শুভ প্রচেষ্টা সার্থক হোক, কামনা করি। আমার শুভেচ্ছা রইল।

চন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী,
সদর মহকুমা শাসক,
সিউড়ি, বীরভূম

লোক কল্যাণ পরিষদের স্টলে একটি জৈব বৈচিত্রের সমাহার দেখলাম। কারণ এই স্টলে বিকল্প কিছু চাষ পদ্ধতির আলোচনা রয়েছে - যেমন পাকচই শাক, সবুজ ফুলকপি, স্ট্রবেরি এবং মাশরুম ইত্যাদি। এছাড়াও পশুপালনের সহজ পাঠে ছাগল,খরগোস ও পশুপাখি পালনের আলোচনা রয়েছে। সর্বোপরি লোক কল্যাণ পরিষদের উপস্থাপকদের নি:স্বার্থ আন্তরিকতা ও সহযোগিতা আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছে। লোক কল্যাণ পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারলে কৃষি দপ্তরও আনন্দিত হবে। পরিষদের সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি।

চঞ্চল প্রামাণিক,
সহ কৃষি অধিকর্তা,
সিউড়ি, বীরভূম

পঞ্চায়েত এলাকার নিয়মকানুন জেনে রাখুন

দুলাল চন্দ্র সাহা, উপসচিব, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি, জলপাইগুড়ি

১। প্রশ্ন: গ্রামে যে ভ্যানগুলি মোটরচালিত, তার ওপর কি কোনও কর দিতে হয়?

উত্তর: যে সমস্ত যানবাহন মোটর ভেইকেলসের অ্যাক্টের দ্বারা নিবন্ধীকৃত, সেই যানবাহনের ওপর গ্রাম পঞ্চায়েত রেজিষ্ট্রেশন ফি নিতে পারে। পরিবহন দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী যে সমস্ত বাইসাইকেলগুলি ব্যাটারী সহযোগে চলে বা যে সমস্ত ভ্যানে মোটর লাগানো আছে সেগুলির রেজিষ্ট্রেশন করবে গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এর জন্য নিবন্ধীকরণ ফি ধার্য করে আদায় করবে।

২। প্রশ্ন: বি পি এল তালিকাভুক্ত পরিবারের নামে আই এ ওয়াই এর গৃহ বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু টাকা দেওয়ার আগে পরিবারের কর্তা (তালিকা অনুযায়ী) মারা গিয়েছেন। পরিবার কী গৃহ পাবেন না?

উত্তর: আই এ ওয়াই এর গৃহ বরাদ্দ করা হয়েছে পরিবারের জন্য, কোনও ব্যক্তিকে নয়। পরিবারটি গৃহ পাবে।

৩। প্রশ্ন: গৃহ নির্মাণের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে আবেদনপত্রের সঙ্গে কি কি দিতে হবে?

উত্তর: আবেদনপত্রের সঙ্গেই বাড়ী তৈরির জন্য ফি দিতে হবে। ফি ব্যতীত কোনও আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না।

৪। প্রশ্ন: বার্ধক্যভাতা প্রাপক মারা গেছেন। ভাতার টাকা এসেছে। কী হবে?

উত্তর: ভাতা প্রাপক যেদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন সেইদিন পর্যন্ত প্রাপ্য টাকা ওয়ারিশগণ পাবেন।

৫। প্রশ্ন: গ্রাম পঞ্চায়েতের স্কিম সংক্রান্ত বিল, ভাউচার, মাস্টার রোল ইত্যাদির ক্ষেত্রে নির্মাণ সহায়কের মতামত কি থাকতেই হবে?

উত্তর: হ্যাঁ। স্কিম সংক্রান্ত বিল, ভাউচার, মাস্টার রোল ইত্যাদির অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে নির্মাণ সহায়ক তা পরীক্ষা করবেন এবং পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্বাহী সহায়কের কাছে পাঠাবেন।

৬। প্রশ্ন: গ্রাম পঞ্চায়েতের গৃহ নির্মাণের অনুমতি পাওয়ার কতদিনের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে?

উত্তর: গ্রাম পঞ্চায়েত অনুমতিপত্রে গৃহ নির্মাণের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেবে এবং ওই সময়সীমার মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ করতে হবে।

৭। প্রশ্ন: আই এ ওয়াই এর গৃহ নির্মাণের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে জেলা পরিষদ যে নির্দেশনামা জারি করেছে তা কি মানতেই হবে?

উত্তর: আই এ ওয়াই এর গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে জেলা পরিষদের অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সরকারি নিয়ম অনুযায়ী নির্দেশ জারী করেছেন। সুতরাং এই নির্দেশ অবশ্যই মানতে হবে।

৮। প্রশ্ন: বার্ধক্যভাতা প্রাপকের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার শারীরিক ক্ষমতা নেই। এক্ষেত্রে কী করা যাবে?

উত্তর: পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের কমিশনার মহাশয়ের অনুমতিক্রমে নগদ টাকা প্রদান করা যেতে পারে। বিষয়টি লিখিতভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত সভার সিদ্ধান্ত সহ কমিশনার মহাশয়ের নিকট অনুমতির জন্য পাঠানো যেতে পারে।

৯। প্রশ্ন: পরিবারের নাম বি পি এল তালিকায় আছে এবং পি ২ = ২ রয়েছে। বসত বাড়ীটি ভেঙ্গে গেছে। আই এ ওয়াই তে গৃহটির নির্মাণ করার অনুরোধ জানালে প্রধান বলছেন যে, এখনই নির্মাণ করা যাবে না। কেন এই গৃহটি নির্মাণ করা যাবে না?

উত্তর: আই এ ওয়াই এর গৃহ নির্মাণ নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে পি ২ = ১ দের গৃহ নির্মিত হবে। পি ২ = ১ দের গৃহ নির্মিত হয়ে গেলে পি ২ = ২ দের গৃহ নির্মাণ হবে। হয়ত এই কারণেই প্রধান সাহেব দেরি হবে বলেছেন।

১০। প্রশ্ন: পরিবারটি বি পি এল তালিকাভুক্ত এবং পরিবারের প্রধান একজন মহিলা। ওই পরিবারের একজন দৃষ্টিহীন সদস্য রয়েছে। কিন্তু তালিকায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা লেখা আছে ১ জন। ভুল কী করে সংশোধন করা যায়?

উত্তর: ভুল সংশোধনের জন্য বিডিও সাহেবের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। তিনিই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

১১। প্রশ্ন: বি পি এল তালিকাভুক্ত পরিবারের একজন সদস্যের বয়স ৭০ বৎসর, কিন্তু তালিকায় তার বয়স লেখা আছে ২৭ বৎসর। কীভাবে এই ভুল সংশোধন করা যায়?

উত্তর: বিডিও সাহেবের নিকট তথ্য প্রমাণসহ লিখিত আবেদন করতে হবে। তিনিই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

১২। প্রশ্ন: গ্রাম পঞ্চায়েত কতটা উচ্চতার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে সরাসরি অনুমতি দিতে পারে?

উত্তর: ১৫ মিটার উচ্চতার গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সরাসরি অনুমতি দেবার অধিকারী।

১৩। প্রশ্ন: গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়মাবলী-২০০৪-এ দু'রকম ফি-র উল্লেখ রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে কোন ফি প্রযোজ্য?

উত্তর: কে এম ডি এ বা অন্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকার বাইরে হলে যে ফি বলা হয়েছে তাই প্রযোজ্য।

১৪। প্রশ্ন: গ্রাম পঞ্চায়েতের বাই - ল সংশোধন করা যায় কি?

উত্তর: হ্যাঁ, যে আদেশনামায় বাই - ল পদ্ধতি বলা হয়েছে সেই জায়গাতে এটা বলা আছে।

১৫। প্রশ্ন: গ্রাম পঞ্চায়েতের বাজেট তৈরির বিভিন্ন পর্যায় বলা রয়েছে। এই সম্পর্কে যতগুলি সভা হবে সেই সভাতেই কি কোরাম অর্ধেক সদস্য হবে?

উত্তর: আইন এবং নিয়মে বলা হয়েছে যে সভায় বাজেট অনুমোদিত হয় সেই সভার কোরাম হল অর্ধেক।

১৬। প্রশ্ন: গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়কের পদ শূন্য থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব কি নির্বাহী সহায়কের দায়িত্ব পালন করবেন?

উত্তর: হ্যাঁ, কিন্তু ক্যাশ বইয়ের অথিনটিকেশন করতে পারবেন না। এই কাজটি নিজেই করবেন।

১৭। প্রশ্ন: কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সিকিউরিটি গার্ড সরবরাহ করার অফিস খুলতে চাইছে। এই অফিসের জন্য ট্রেড রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট চাইলে কী করব?

উত্তর: পঞ্চায়েত আইনে ব্যবসা, বাণিজ্য নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু অফিস নিবন্ধীকরণের নিয়ম নেই।

১৮। প্রশ্ন: ব্যাঙ্কে সরাসরি টাকা জমা পড়েছে। ক্যাশ বইতে কবে দেখানো হবে?

উত্তর: যেদিন জানা যাবে সেদিনই ক্যাশ বইতে জমা দেখাতে হবে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের পাশ বই দেখে যেদিন জানা যাবে।

১৯। প্রশ্ন: গ্রাম পঞ্চায়েতের চিঠির মেমো নং কোন মাস থেকে শুরু হয়?

উত্তর: সরকারি অফিসের মতো ১লা জানুয়ারি থেকে নতুন করে মেমো নং শুরু হবে।

২০। প্রশ্ন: মৃত্যুর কত দিনের মধ্যে জাতীয় পারিবারিক সহায়তা প্রকল্পের আবেদন করতে হবে?

উত্তর: মৃত্যুর দু'মাসের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

২১। প্রশ্ন: গ্রাম পঞ্চায়েতের সভায় আলোচ্যসূচিতে নেই এমন বিষয়ে আলোচ্য ও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কি?

উত্তর: সভায় উপস্থিত সদস্যগণের অনুমোদন ব্যতীত আলোচ্যসূচিতে নেই এমন বিষয়ে আলোচনা করা যায় না। (পঞ্চায়েত আইনের ১৬ এবং ১৭ ধারা দেখুন)।

২২। প্রশ্ন: গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অর্থ প্রদান করার দায়িত্ব কার?

উত্তর: গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অর্থ প্রদান করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবের। (গ্রাম পঞ্চায়েত সচিবের দায়িত্ব দ্রষ্টব্য)।

২৩। প্রশ্ন: বদলীর ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব ও অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের রিলিজ কে করবেন?

উত্তর: প্রধান নিজেই সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের কন্ট্রোলিং অফিসার। কন্ট্রোলিং অফিসার হিসাবে প্রধান সাহেব রিলিজ করবেন। (মেমো নং ৫৯১৫/পি.এন/ও/২/১এ-/২০০৬ তাং ২৮.১২.২০০৬)

২৪। প্রশ্ন: গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে কখন গ্রাম পঞ্চায়েত 'ভেটিং' এর জন্য পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদে পাঠাবে?

উত্তর: গৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে মেঝের আয়তন ১৫০ বর্গ মিটারের বেশি ও ৩০০ বর্গমিটারের কম এবং উচ্চতা ৬.৫ মিটারের কম হলে সমস্ত নথিপত্রসহ 'ভেটিং' করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত তা পঞ্চায়েত সমিতির কাছে পাঠাবে। এর থেকে বেশি আয়তন বা উচ্চতার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদে 'ভেটিং' এর জন্য পাঠাতে হবে।

আবেদনপত্রের সঙ্গে নগদে নির্ধারিত হারে গ্রাম পঞ্চায়েতে 'ফি' জমা দিতে হবে। এই 'ফি' গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের মধ্যে তিরিশ - সত্তর অনুপাতে বন্টিত হবে।

২৫। প্রশ্ন: পঞ্চায়েত সদস্য কী ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে গৃহ পেতে পারেন?

উত্তর: পরিবারটি যদি ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে গৃহ পাওয়ার অধিকারী হয়, তবে উক্ত পঞ্চায়েত সদস্য এই প্রকল্পে গৃহ পেতে পারেন। অর্থাৎ পরিবারটিকে বি পি এল এবং পি ২ = ২ হতে হবে। পরিবারের কেউ পঞ্চায়েত সদস্য হলেও ইন্দিরা আবাস প্রকল্পে গৃহ পেতে কোনও অসুবিধা নেই।

২৬। প্রশ্ন: স্থানীয় দোকান থেকে নলকূপের মালপত্র কেনা হয়েছে। নির্মাণ সহায়ক বলছেন যে 'চেকের' মাধ্যমে দাম প্রদান করতে হবে। এটা কি সঠিক?

উত্তর: নিয়মমত পাঁচশত বা তার বেশি টাকা 'চেকের' মাধ্যমে প্রদান করতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রশিক্ষণের চাহিদা নির্ধারণ

জয়ন্ত দাস: রাজ্যে অষ্টম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংখ্যা হবে প্রায় ৬০ হাজার। এর মধ্যে একটি বড় অংশ হবেন মহিলা প্রতিনিধি। এই নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রচুর নতুন মুখ থাকবে। তাদের জন্য তো অবশ্যই, যারা পুরোনো তাদের জন্যও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কারণ গত ৫ বছরে পঞ্চায়েত পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বিগত দিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির পদাধিকারী, সদস্য এবং আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ হয়েছে কল্যাণীতে অবস্থিত রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থায় যা সংক্ষেপে SIPRD নামে পরিচিত। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ হয়েছে জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। বর্তমানে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলিয়ে মোট ২৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্যে।

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সার্বিক উন্নয়ন এবং উন্নততর নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার জন্যে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও পঞ্চায়েতের প্রকল্পগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন। আর এই কাজে যেটা প্রথমেই দরকার তা হল, জনপ্রতিনিধিদের জন্যে কি ধরনের প্রশিক্ষণের চাহিদা উঠে আসছে তা নির্ধারণ করা। এটাই হবে পঞ্চায়েত প্রশিক্ষণের প্রস্তুতির প্রথম ধাপ। জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের কি ধরনের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তা নির্ধারণের (Training Needs Assessment) উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান, উপসমিতির সঞ্চালক, সাধারণ সদস্য এবং গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের জন্যে আলাদা করে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। জেলা স্তরে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণের কাজটি করা হয়েছিল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে। জেলা স্তরে এই কাজটির

সঙ্গে যুক্ত ছিল সহকারী জেলা প্রশিক্ষক ও সঞ্চালক (ADTC), প্রশিক্ষক সঞ্চালক (TC), সক্ষমতা বৃদ্ধি সঞ্চালক (CBC), আবাসিক প্রশিক্ষক সঞ্চালক (APS) এবং গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির (SRD) সমস্ত সঞ্চালকেরা।

প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণকারী দল গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে প্রথমে এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন। এরপর জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সঙ্গে দলগত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের চাহিদাগুলিও জেনে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রধান, উপপ্রধান, সঞ্চালক, সাধারণ সদস্য এবং পঞ্চায়েত কর্মচারীদের মতামত ও চাহিদাগুলি লিপিবদ্ধ করে তা জেলাগতভাবে সংকলন করা হয়েছে। তারপর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নির্ধারণ সংক্রান্ত জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করে তা রাজ্য স্তরে পাঠানো হয়েছে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি মার্চের ১৮ থেকে ২৬ তারিখের মধ্যে শেষ হয়েছে বলে জানা যায়। ১৭টি জেলা থেকে পাঠানো এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রাজ্য স্তরে ১লা এপ্রিল থেকে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত তিন দিন ব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মশালাতে রাজ্য স্তরে একটি প্রতিবেদন পেশ করা হয় প্রশিক্ষণের চাহিদা নির্ধারণ করার জন্যে। পরবর্তী সময়ে রাজ্য স্তরের যে সকল প্রশিক্ষক (SMTT) প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত তাদের নিয়ে একটি কর্মশালায় এই প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের পদাধিকারী, সঞ্চালক, সাধারণ সদস্য এবং কর্মচারীদের জন্যে আলাদা করে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়।

➢ পঞ্চায়েত যদি উন্নয়নের সেতু হয় তাহলে সেই সেতুর একটি স্তম্ভ হল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং অপর স্তম্ভটি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারী। সুতরাং উন্নয়নের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হলে এই দু'টি স্তম্ভকেই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শক্তিশালী করে তুলতে হবে।

➢ শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকেই নয়। উন্নয়নের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীকেও জনসংযোগ বাড়াতে হবে।

ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, মাটিয়ালি ব্লক, জলপাইগুড়ি

➢ গ্রাম পঞ্চায়েতে রেকর্ড রাখার বিষয়ে দুর্বলতা আছে। এব্যাপারে সমস্ত কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুলতে হবে।

পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক, মাটিয়ালি ব্লক, জলপাইগুড়ি

➢ নবনির্বাচিত পঞ্চায়েতের সব সদস্য বিশেষ করে মহিলা সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বোঝানো প্রয়োজন যে দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে জনগণের স্বার্থে কাজে লাগাতে হবে।

➢ শিক্ষিত সদস্যদের কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষ করে তুলতে হবে।

প্রধান, টোটোপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, জলপাইগুড়ি

➢ আমাদের মতো নবনির্বাচিত মহিলা প্রধানদের কম্পিউটারের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

➢ প্রধানদের পঞ্চায়েত আইন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দক্ষ হওয়া প্রয়োজন।

➢ ইদানিং বেশ কিছু কাজের প্রতিবেদন মোবাইলে এস এম এস এর মাধ্যমে জানানোর প্রচলন শুরু হয়েছে। তাই নবনির্বাচিত প্রধানদের মোবাইলে এস এম এস করার প্রশিক্ষণও দিতে হবে।

➢ টোটোপাড়ার মতো বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত আছে যেগুলি হিন্দিভাষা অধ্যুষিত অঞ্চল। এই সমস্ত অঞ্চলের প্রশিক্ষণের উপকরণ (বই, পুস্তিকা ইত্যাদি) হিন্দিতে ছাপানো হলে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং কর্মচারীদের বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রধান, মাটিয়ালি হাট গ্রাম পঞ্চায়েত, জলপাইগুড়ি

➢ গ্রাম পঞ্চায়েতকে বলা হয় স্বশাসিত সংস্থা। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েতকে ছোটখাটো সিদ্ধান্ত প্রয়োগের জন্যে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। সুতরাং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সব স্তরের আধিকারিকদের বিকেন্দ্রীকরণের নীতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া প্রয়োজন।

➢ পঞ্চায়েত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শুধু প্রশিক্ষণ দিলেও হবে না, তা বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ যাতে হয় তার জন্যে যথাযথ তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

➢ জনপ্রতিনিধিদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

নির্বাহী সহায়ক, কোহিনূর গ্রাম পঞ্চায়েত, জলপাইগুড়ি

➢ গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন বাসিন্দা গর্ভাবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব ধরনের পরিষেবা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পেয়ে থাকেন। তাই সব ধরনের পরিষেবা ও সহায়তা প্রকল্প সম্পর্কে জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।

➢ বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতে কোটি কোটি টাকার আদান প্রদান হয়। অথচ গ্রাম পঞ্চায়েতে কোনও অ্যাকাউন্টস সেকশন বা অন্ততপক্ষে কোনও প্রশিক্ষিত হিসেবরক্ষক নেই। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষক এবং নীতিনির্ধারকদের নজর দেওয়া প্রয়োজন।

নির্মাণ সহায়ক, কোহিনূর গ্রাম পঞ্চায়েত, জলপাইগুড়ি

➢ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমস্ত উপসমিতির সঞ্চালকদের দক্ষ করে তোলা উচিত যাতে তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।

➢ একশ' দিনের কাজে সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা উচিত।

➢ জনপ্রতিনিধি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উভয়পক্ষের বোঝাপড়া বাড়াতে হবে।

উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিভিসি'র সামাজিক প্রকল্প

নাসিরুদ্দিন গাজী: বাঁকুড়ায় অবস্থিত দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের (ডিভিসি) মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের উদ্যোগে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে এলাকার দু:স্থ মানুষদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তুলতে সম্প্রতি সেলাই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামের ১৫ জন দু:স্থ মহিলাকে ৬ মাসের এই প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ধরনের পোষাক তৈরি শেখানো হবে।

এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ প্রকল্পের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ও প্রকল্প প্রধান দেবাশীষ মিত্র। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেবাশীষ মিত্র বলেন, প্রশিক্ষণান্তে সকলেই নিজের নিজের এলাকায় পোশাক তৈরি করে আয় করলে তবেই এই প্রশিক্ষণ প্রকল্পের উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

ডিভিসি'র সামাজিকীকরণ বিভাগের প্রোজেক্ট ম্যানেজার বি জি হোলকার বলেন, 'আমাদের উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ২০টি স্বনির্ভর দলকে ইতিমধ্যে সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। অনেকেই অর্ডার নিয়ে পোশাক তৈরি করছেন। কেউ কেউ প্রশিক্ষিকা হয়ে অন্যত্র কাজ শেখাচ্ছেন।

সেলাই ছাড়াও খেলনা তৈরি, ফেব্রিক, এমব্রয়ডারি, সবজি চাষ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ প্রকল্পের সিনিয়র পার্সোনাল ম্যানেজার কল্যাণ কুমার দে, মেডিক্যাল সুপার ডা: জ্যোৎস্না মন্ডল, সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ধনশ্রী হালদার প্রমুখ।

অন্যদিকে সম্প্রতি ডিভিসি'র মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের ডি এ ভি পরিচালিত ক্যাম্পাসে পৃথক পরিকাঠামো তৈরি করে একটি সংস্থাকে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিং এর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই কোচিং সেন্টারে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারি, আই এ এস, আই পি এস, ডাব্লু বি সি এস প্রভৃতি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির ব্যাপারে কোচিং দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, ডিভিসি'র নিজস্ব উদ্যোগে একটি ইংরেজী মাধ্যম স্কুল দীর্ঘদিন ধরে চলছে। ডিভিসি'র মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্প মানব সম্পদ উন্নয়নে ধীরে ধীরে এভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রচন্ড অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা শিশু ও তার প্রতিকার সম্পর্কিত কিছু তথ্য

আজ যেভাবে ভারত সহ সারা বিশ্বে শিশুদের তীব্র অপুষ্টি আনুপাতিক হারে ছড়িয়ে পড়ছে তা নি:সন্দেহে জনস্বাস্থ্য বিধ্বস্তকারী একটি সমস্যা রূপে চিহ্নিত হতে পারে। এই মুহূর্তে বিশ্বের পাঁচ বছরের কম বয়সের সাড়ে ৫ কোটি শিশু অপুষ্টিতে আক্রান্ত। এর মধ্যে আবার ১ কোটি ৯০ লক্ষ শিশু প্রচন্ড অপুষ্টিতে ভুগছে। সারা বিশ্বে প্রতি বছর ৩৫ লক্ষ শিশু এমন ধরনের রোগে মারা যায় যার সাথে অপুষ্টি গভীরভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু সহস্রাব্দের মূল লক্ষ্য (এম ডি জি) অনুসারে ভারতবর্ষ ২০১৫ সালের মধ্যে শিশু মৃত্যু ও অপুষ্টি দূর করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

মানুষের শরীরকে কর্মক্ষম রাখতে হলে পুষ্টি ও শক্তি প্রয়োজন। মানুষের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ অপর্যাপ্ত হলে শরীর তার নিজের খাদ্য যোগাড়ের জন্য মেদ (ফ্যাট) ও মাংসপেশীকে ভাঙ্গতে শুরু করে। এর ফলে শরীরের বিপাকীয় ক্রিয়ার গতি ধীরে চলতে শুরু করে, শরীরের তাপ

নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কিডনীর কার্যকারিতা কমে যায়। শিশুরা যখন অপুষ্টির এই পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তাকে 'লাল শিশু' রূপে চিহ্নিত করা হয়।

অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা শিশু বা লাল শিশুকে কিভাবে নির্ণয় করা যাবে-

তিনটি সহজ মাপকাঠির মাধ্যমে এটি নির্ণয় করা যায়।

⇨শিশুর ওজন ও উচ্চতা মাপার মধ্য দিয়ে।

⇨বাহুর উপরের অংশের মাপ থেকে।

⇨পায়ের নীচের অংশ ও পায়ের উপরের পাতায় অপুষ্টিজনিত শোথ বা ফোলা পরীক্ষা করার মাধ্যমে।

শিশুর ওজন/উচ্চতার মাপ-

শিশুটি প্রচন্ড অপুষ্টিতে ভুগছে কিনা সেটি জানার একটি মাপকাঠি হল উচ্চতা অনুযায়ী ওজন নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে শিশুটির 'ওজন' উচ্চতা অনুসারে স্বাভাবিক কিনা সেটা তুলনামূলকভাবে দেখা হয়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' যে পরিমাপ তালিকা তৈরি করেছে তাকে শিশুদের বৃদ্ধির আন্তর্জাতিক পরিমাপ হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাহুর মধ্য-উপরের অংশের গোলাকার মাপ-

এই পদ্ধতি ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুদের অপুষ্টির হার বুঝতে খুবই সহায়ক।

এই মাপ যদি ১২.৫ সেমি'র কম হয়, তবে বুঝতে হবে শিশুটি মাঝামাঝি ধরনের প্রচন্ড অপুষ্টিতে ভুগছে। আবার এই মাপ যদি ১১.৫ সেমি'র কম হয় তবে বুঝতে হবে শিশুটি প্রচন্ড অপুষ্টিতে ভুগছে এবং সে 'লাল শিশু' হিসেবে চিহ্নিত হবে। **পাঁচ বছরের নীচে যদি কোন শিশু এধরনের প্রচন্ড অপুষ্টিতে ভুগতে থাকে তাহলে তার জীবন সংশয় পর্যন্ত হতে পারে।**

তিন রঙের ফিতের মাধ্যমে পুষ্টির পরিমাপ পদ্ধতি-

⇨সবুজ রঙের জায়গায় মাপ হলে বুঝতে হবে শিশুটি স্বাভাবিক পুষ্টির মধ্যেই বেড়ে উঠছে।

⇨হলুদ রঙের জায়গায় মাপ হলে, বুঝতে হবে শিশুটি অপুষ্টির ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে।

⇨লাল রঙের জায়গায় মাপ হলে, বুঝতে হবে যে শিশুটি তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে এবং সে 'লাল শিশু' রূপে চিহ্নিত হবে।

অপুষ্টির ব্যাপারে চিহ্নিত হবার এই প্রক্রিয়াটি দু'বার করা যেতে পারে।

পায়ে শোথ বা ফোলার পরীক্ষা-

কোনও শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে কিনা-তা জানার তৃতীয় পদ্ধতি হল, পায়ে শোথ বা ফোলার পরীক্ষা। বিভিন্ন টিস্যুতে জল জমে থাকার অবস্থাকে শোথ বা ফোলা বলা হয়। এই অবস্থায় শিশুটির পায়ের নীচের দিকে বা পায়ের পাতা এবং মুখ ফুলে যায়। ফোলা থাকার কারণে পায়ে টিপ দিলে আঙুল বসে যায়। দুই পায়ের নীচের দিকে পায়ের পাতা ফুলে গেলে বুঝতে হবে শিশুটি প্রচন্ড অপুষ্টিতে ভুগছে। **তাই এই শিশুটি লাল শিশু হিসেবে চিহ্নিত হবে।**

শরীরের মধ্যে বিশেষ কিছু লক্ষ্যণীয় চিহ্ন-

শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যে লক্ষণগুলি ফুটে ওঠে-

⇨বুকে, পিঠে হাড় চামড়ার মধ্যে দিয়ে পাঁজরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়।

⇨হাড় ঝিরঝিরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

⇨চামড়া খুব পাতলা হয়ে যাওয়া।

⇨নিতম্বের চারপাশের চামড়া পাতলা হয়ে যাওয়া।

⇨পায়ের নীচে বা পাতায় ফোলা ভাব, যাকে ডাক্তারী ভাষায় ইডিমা বলা হয়।

⇨চুল কমে যাওয়া, বাদামী রং হওয়া এবং খাড়া হয়ে থাকা।

⇨চামড়ার পরিবর্তন হওয়া।

⇨পেট বড় হয়ে সামনের দিকে চলে আসা।

এধরনের শিশুদের সুস্থ করে তোলার জন্য কি কি করা প্রয়োজন-

- ⊙ হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- ⊙ বাড়ীতে রেখে পরিবারের সদস্য ও এলাকার মানুষজনের সহযোগিতায় শিশুটির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, হাসপাতালে ভর্তি করলেও পরবর্তীকালে শিশুর বৃদ্ধি ঠিকমত হচ্ছে কিনা তা বাড়ীর লোকজন এবং এলাকার স্বাস্থ্যকর্মীরা যথাযথভাবে লক্ষ্য রাখবেন।
- ⊙ লাল শিশুর পরিচর্যার জন্য একটি করে পুষ্টি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিটি ব্লক স্তরে রয়েছে। তাছাড়া জেলা হাসপাতালেও লাল শিশুর চিকিৎসা করা হয়। **তবে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, কোনও শিশু লাল শিশুরূপে চিহ্নিত হলে আই সি ডি এস এ যোগাযোগ করতে হবে এবং তারাই উপযুক্ত স্থানে শিশুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।**

কি কি পরিষেবা ওই কেন্দ্র থেকে পাওয়া যাবে-

- ⊙ শিশুর ২৪ ঘন্টা পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধান।
- ⊙ অপুষ্টিজনিত জটিল উপসর্গের চিকিৎসা।
- ⊙ ডাক্তারি মতে খাওয়ানো।
- ⊙ মানসিক পরিচর্যা।
- ⊙ পরিবারের অবস্থা বিশ্লেষণ করা যাতে শিশুর এই সমস্যা কাটানো যায়।
- ⊙ পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে পুষ্টি, পচ্ছিন্নতা ও খাওয়ানোর ব্যাপারে পরিবারকে পরামর্শ দেওয়া।
- ⊙ হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফেরার পর শিশুটির অবস্থার উপর লক্ষ্য রাখা।

বাড়ীতে যা করতে হবে-

শিশুর ওজন যদি ২ কিলোর কম থাকে তাহলে-

- ⊙ শিশুকে নিয়মিতভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন।
- ⊙ শিশুকে স্নান করাবেন না, গা মুছে নিন।
- ⊙ শিশুকে মায়ের শরীরের কাছাকাছি রাখুন বা এক বোতল উষ্ণ গরম জল বাচ্চার গায়ের পাশে রাখুন।
- ⊙ সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বাচ্চাকে ধরুন।
- ⊙ শিশু মায়ের দুধ ভালো করে টানতে না পারলে, দুধ বের করে চামচ বা ড্রপার দিয়ে ফোটা ফোটা করে খাওয়ান।
- ⊙ শিশু ভালো করে না কাঁদলে বা দুধ গিলতে না পারলে বা নীল বা ফ্যাঁকাসে হয়ে গেলে, ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

বাড়ীতে লাল শিশুর পরিচর্যা কিভাবে করবেন-

- ⊙ ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- ⊙ নখ পরিস্কার রাখতে হবে।
- ⊙ শৌচাগার ব্যবহার করতে হবে।
- ⊙ পরিমাণ মেপে ঠিক সময়ে শিশুকে খাওয়াতে হবে।
- ⊙ শিশুর খাওয়ানোর দিকে নজর রাখতে হবে এবং খেতে উৎসাহ দিতে হবে।
- ⊙ অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে গিয়ে শিশুর নিয়মিত ওজন নিয়ে তা নথিভুক্ত করাতে হবে।
- ⊙ ভিটামিন-এ এবং অন্যান্য ওষুধগুলি ঠিকমত খাচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে নজর রাখতে হবে।
- ⊙ শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে তাকে খেলাধূলোর মধ্যে যুক্ত করতে হবে।
- ⊙ বাড়ীর সকল সদস্যকে শিশুর পরিচর্যার ব্যাপারে যুক্ত করতে হবে।
- ⊙ বাড়ীতে হাসিখুশি পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

মোহনপুরে শুরু হল মাশরুম চাষ

নাসিরুদ্দীন গাজী: পুরুলিয়া জেলার বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহনপুরে শুরু হল মাশরুম চাষ। মাশরুম চাষ পদ্ধতি সংক্রান্ত ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দেন লোক কল্যাণ পরিষদের সমাজকর্মী শক্তিপদ বর, প্যারা প্রোফেশনাল (পিপি) ববিতা বাউরী। সাঁতুড়ি ব্লক অফিসের সহায়তায় প্রশিক্ষণটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে বালিতোড়া জননী সংঘ। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ৪০ জন মহিলা ৩ দিনের প্রশিক্ষণে মাশরুম চাষ হাতে-কলমে শিখে নেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাড়ীতে চাষ করতে থাকেন। তাছাড়া মাশরুম যে পুষ্টিকর খাদ্য তা আরও একবার ভালোভাবে জেনে নেন। স্বনির্ভর দলের সদস্যরা প্রশিক্ষণ পাবার পর ইতিমধ্যেই চাষ শুরু করে দিয়েছেন। উৎপাদিত পুষ্টিকর মাশরুম নিজেরাই প্রথমে খাবেন। অতিরিক্ত হলে বিক্রি করবেন। ববিতা বাউরী বলেন, মধুকুন্ডা বাজারে মাশরুমের ভালোই চাহিদা আছে। ১২০ টাকা কেজি দরে কাঁচা মাশরুম বিক্রি হয়। তিনি আরও জানান, মাশরুম ব্যবসায় প্রচুর লাভ। কেউ যদি ৫ প্যাকেট মাশরুম চাষ করতে চান তার জন্য খরচ হবে ৫ প্যাকেট স্পন, যার মূল্য ৭৫ টাকা। পাঁচটি বড় প্লাস্টিকের প্যাকেট, যার দাম ৫ টাকা। পরিমাণ মত খড়, যার মূল্য আনুমানিক ৩০ টাকা অর্থাৎ পাঁচ প্যাকেট মাশরুম চাষে মোট খরচ দাঁড়াল ১১০ টাকা। আর ঐ পাঁচ প্যাকেট মাশরুম চাষে (প্রতি প্যাকেট থেকে গড়ে ২ কেজি) ১০ কেজি মাশরুম পাওয়া যাবে। অর্থাৎ বিক্রি করলে পাওয়া যাবে (১০ কেজি X ১২০ টাকা) ১২০০ টাকা। অর্থাৎ লাভ (১২০০ - ১১০ টাকা) ১০৯০ টাকা। অতি সহজেই বাড়ীর কাজ করে, মাশরুম চাষ ও তা বিক্রি করা যায়। লাভও ভালই। এলাকার প্রায় শতাধিক মহিলা মাশরুম চাষে মেতে উঠেছেন। তারা বাড়ীতে খাচ্ছেন আবার বাজারে বিক্রিও করছেন। প্রসঙ্গত: এ সি সি লিমিটেড এর ডি সি ডব্লু এর ডিরেক্টর মনোজ জিন্দাল এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আগ্রহী মহিলাদের সুবিধার্থে একটি স্পন তৈরির ল্যাবরেটরী তৈরি করে দেওয়ার আশ্বাস দেন।

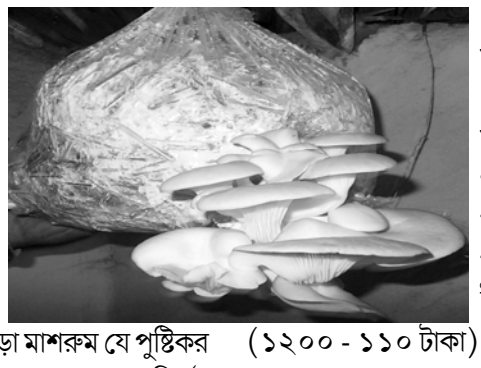

দেশজ ভেষজ

নানা রোগে তেঁতুলের ব্যবহার

বার্তা প্রতিনিধি: তেঁতুল খেতে টক হলেও কিন্তু শরীরের পক্ষে যথেষ্ট উপকারী। শরীর কেন, ঘর সজ্জার অসংখ্য কাজেও তেঁতুল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মন্দিরে পূজার্চনায় বা গৃহস্থ বাড়ীতে তেঁতুলের শাঁস দিয়েই বাসন পরিস্কার করা হয়। দক্ষিণ ভারতে তেঁতুল রীতিমত জনপ্রিয়। সেখানে কোন সুস্বাদু খাবারই তেঁতুল ছাড়া হয় না। রসম, সম্বর, কারি প্রভৃতি খাদ্য তালিকাতে তেঁতুল ছাড়া একদমই চলে না। অন্ধ্রপ্রদেশে তেঁতুলের গাছ সুসজ্জিত বৃক্ষ অর্থাৎ 'অরনামেন্টাল ট্রি' হিসাবে খ্যাত। বলা বাহুল্য তেঁতুলের শাঁস থেকে পাতা সবটাই ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। ফিলিপিনস্-এ তেঁতুল পাতাকে ম্যালেরিয়ার জ্বর কমাতে 'হার্বাল ট্রি' হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এমনকি গ্যাসট্রিক সমস্যা এবং হজমের গন্ডগোলেও তেঁতুল সমানভাবে উপকারী। মিশরে গরমকালে ঠান্ডা পানীয় হিসাবে তেঁতুলের জল বড়ই প্রিয়। তেঁতুলের গুণাগুণকে মাথায় রেখে ইন্দোনেশিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপিনস্ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে তেঁতুলের বিভিন্ন অংশ রোগের মহৌষধ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। একটি তেঁতুলের শাঁসে ৭০ শতাংশ গ্লুকোজ এবং ৩০ শতাংশ ফ্রুট সুগার থাকে।

কচি তেঁতুলের পাতা সেদ্ধ করে জল খেলে পেটের অসুখের উপশম হয়। কচি তেঁতুল পাতা বেটে জলে মিশিয়ে খেলে আমাশা, পিত্ত-জ্বরে ভালো ফল পাওয়া যায়। যদি কনজাংটিভাইটিস হয় সেক্ষেত্রে ৫০ গ্রাম তেঁতুল পাতার একটি পুঁটুলি চোখে বোলালে আরাম পাওয়া যায় এবং রোগের উপশম হয়। প্রতিদিন সকালে তেঁতুলের বীজের সাদা অংশ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শরীরের শক্তি বাড়ে। কাঁকড়াবিছা কামড়ালে সেই স্থানে তেঁতুলের খোসা দিয়ে ৩/৪ বার ঘষে দিলে আরাম পাওয়া যায়। তেঁতুলের মধ্যে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকায় এটি ক্যানসারের বিরুদ্ধে কাজ করে। সর্দি বা বায়ুজনিত রোগে তেঁতুল খুবই কার্যকরী। এক মাস যাবৎ তেঁতুলের খোসা গোল মরিচ সহযোগে বেটে মধুর সঙ্গে খেলে সর্দি লাগাও বন্ধ হয়ে যায়। কোলেস্টোরলের মাত্রাকে স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত তেঁতুলের চাটনি খাওয়া প্রয়োজন। ত্বকের জ্বলন প্রতিরোধক হিসাবে তেঁতুলের জুড়ি মেলা ভার। সুস্থ হার্টের সহায়ক হিসাবেও তেঁতুল যথেষ্ট কাজ করে। কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে তেঁতুল জল অব্যর্থ ঔষধ। গলা ভেঙ্গে গেলে তেঁতুল জলে গার্গেল করলে নিমেষে গলার স্বর পরিস্কার হয়। তেঁতুলের অতিরিক্ত মাত্রায় ভিটামিন-সি থাকায় এটি শরীরে ভিটামিন সি'র অভাব দূর করতে সাহায্য করে।

যোগানের অভাবে ধুঁকছে ঢেঁকিছাটা চালের প্রকল্প

নাসিরুদ্দিন গাজী: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাটির টানে বিভিন্ন গ্রামীণ উৎসবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে গ্রাম বাংলার ঢেঁকি। অথচ পরিকল্পনার অভাবে চাহিদা থাকলেও যোগান মিলছে না ঢেঁকিছাটা চালের। এবার দিল্লীর উৎসবে নামমাত্র পাঠানো হয়েছে ঢেঁকিছাটা চাল। গত বছর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্টলে সাড়া ফেলেছিল এই ঢেঁকিছাটা চাল। এমনকি, কোলকাতাতেও এই চালের চাহিদা রয়েছে। তা সত্ত্বেও জেলা প্রশাসনে এ ব্যাপারে কোন হেলদোল নেই। তবে আশার কথা মুখ্যমন্ত্রী গ্রামীণ শিল্পের প্রসারে বিশেষ জোর দিয়েছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন ঢেঁকিছাটা চাল তৈরির প্রক্রিয়াতেও। তাই পানাগড়ে অনুষ্ঠিত মাটি উৎসবেও ঢেঁকিতে রেখে ধান ভেনেছেন তিনি নিজেই। বাঁকুড়া জেলার মেজিয়ায় একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা এই চাল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলার দক্ষিণ রায়পুর গ্রামের মিতালী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য সন্ধ্যা কপাট জানান, ঢেঁকিছাটা চালের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন স্টলে বিক্রি হওয়ার পর হিসেব নিকেশ করে টাকা আসতে ৪-৫ মাস সময় লেগে যাচ্ছে। এদিকে ধান কেটে তা সেদ্ধ করা, ঢেঁকিতে ধান ভানা, প্যাকেটিং করার পর স্টলে চাল পাঠানো হয়। আসল সমস্যাটা হল, যেখান থেকে ধান কেনা হয় সেখানে টাকা শোধ দিতে অনেক দেরী হয়। বাধ্য হয়েই এই উদ্যোগ বন্ধ করতে হচ্ছে।

কলসী সেচের মাধ্যমে সবজি চাষ

বার্তা প্রতিনিধি: পুরুলিয়া জেলার বালিতোড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জলের অভাবে কলসী সেচ করে সবজি চাষ শুরু হল। এ সি সি লিমিটেড ও লোক কল্যাণ পরিষদের যৌথ উদ্যোগে দিশা প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামে আলোচনা করে কলসী সেচের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হয়েছে। চাষীরা বিশেষ করে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা কলসী সেচ গ্রহণ করেছেন। বাকুলিয়া, দুমদুমি, সুনুড়ী, বালিতোড়া, মোকড়া সহ বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে কলসী সেচের মাধ্যমে সবজি চাষ হচ্ছে। রুক্ষ-শুষ্ক পুরুলিয়া জেলায় প্রতিবছরই জলের অভাব দেখা যায়। চাষের জল তো দূরের কথা, মানুষকে খাওয়ার জল পেতেও হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। তাই তারা সবজি চাষ করতে তেমন একটা উদ্যোগ নেন না। আর অন্যদিকে এখন সবজির দামও বেশি। দরিদ্র পরিবারের মানুষ তাই খুবই কম সবজি চাষবাসে দিনাতিপাত করেন।

ইতিমধ্যে এলাকায় ২৫টি কলসী সেচ করে সবজি বাগান তৈরি হয়েছে। পার্শ্ববর্তী বহুমানুষ এই কলসী সেচযুক্ত সবজি বাগান দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন এবং তারা এই পদ্ধতি গ্রহণ করে ফেলেছেন। এ প্রসঙ্গে এ সি সি লিমিটেডের সৈকত রায় বলেন, লোক কল্যাণ পরিষদের কর্মীদের প্রচেষ্টায় নতুন পদ্ধতিতে এলাকায় কলসী সেচের মাধ্যমে সবজি চাষ শুরু হয়েছে। যদি কলসী সেচ ফলপ্রসূ হয় তাহলে পুরুলিয়ার মত অন্যান্য এলাকার মানষরাও তা গ্রহণ করতে পেচপা হবেন না। মোকড়ার মিনতি দত্ত, বুলু সরকার, বাকুলিয়ার ঝুমা মুদি, শোভা মুদি, বালিতোড়ার রুমা মন্ডল, চায়না মন্ডলরা কলসী সেচের মাধ্যমে সবজি চাষ করে দারুন খুশি।

কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পূর্ব মেদিনীপুরে

বার্তা প্রতিনিধি: রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে পুর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের অমৃতবেড়িয়া গ্রামে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য চালু হল 'কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।' কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন অমৃতবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান দীপা মুন্ডা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রঘু পন্ডা, মহকুমা কৃষি অধিকর্তা মানস রঞ্জন প্রধান, মহিষাদল ব্লকের কৃষি অধিকর্তা মৃণাল কান্তি বেরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটিতে ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫জন কৃষক অংশ নিতে পারবেন। মাসে দু'বার করে কৃষি, পশুপালন, মাছচাষ সহ একাধিক বিষয় নিয়ে এখানে আলোচনা হবে। মহিষাদল ব্লক কৃষি অধিকর্তা মৃণাল কান্তি বেরা বলেন, এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি চালু হওয়ায় উন্নত মানের ফল, ফুল, মাছ ও পশুপালনের প্রক্রিয়াগুলি চাষীরা ভালোভাবে জানতে ও বুঝতে পারবেন।

এলাকার চাষী তপন বেতাল বলেন, আমরা সারা বছর চাষ করে থাকি, তবে চাষের নানা সমস্যার কথা কাউকে বলতে পারি না। এখন থেকে সমস্যার সমাধানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধিকারিকদের সাহায্য পাব। এই সাহায্যটুকু পেলেই আমরা চাষের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটাতে পারবো।

পুরুলিয়ায় নতুন প্রকল্প

বার্তা প্রতিনিধি: পুরুলিয়া জেলার জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প হাতে নিচ্ছে কৃষি দপ্তর। সম্প্রতি পুরুলিয়া সফরে এসে এই কথা জানালেন কৃষি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বেচারাম মান্না। পুরুলিয়ার দুরকু গ্রামে কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত একটি কর্মশালার উদ্বোধন করে তিনি জানান, পুরুলিয়া জেলার ন'টি ব্লকের ১০৫টি গ্রামে সুসংহত জল বিভাজিকা প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে জেলায় পানীয় জলের সমস্যা সমাধান ছাড়াও কৃষি এবং মৎস্য চাষের মাধ্যমে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে তিনি মনে করেন।

সম্পাদক- ফটিক সাউ ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক- অর্ণব সাউ ● সংযুক্ত সম্পাদক- রণজিৎ নস্কর ● অর্চনা সাউ কর্তৃক গ্রাম- গন্ধর্বপুর, ডাকঘর- উলা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩১০ হইতে প্রকাশিত এবং মুদ্রিত